প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জামায়িত উলামা-ই-হিন্দ-এর নেতৃবৃন্দ জামায়িত উলামা-ই-হিন্দ-এর ২৫ জন মুসলিম নেতা আজ সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে

Posted On: 16 JUN 2017 1:58PM by PIB Kolkata

জামায়িত উলামা-ই-হিন্দ-এর ২৫ জন মুসলিম নেতা আজ সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে।

প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভাল বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ তাকিয়ে রয়েছে ভারতের দিকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সমাজের সকলেরই দায়িত্ব হল জাতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রতিনিধিদলের নেতারা এই প্রসঙ্গে সহমত পোষণ করেন শ্রী দোভালের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' - এই আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ দেশের অগ্রগতি।

প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রশংসা করে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এই মর্মে আশাব্যক্ত করেন যে দেশবাসীর কাছ থেকে যে আস্থা ও ভরসা লাভ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাদেশের সমাজের সর্বস্তরের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। তাঁরা জানান যে নতুন ভারত গঠনের কাজে সমান অংশীদার হতে আগ্রহী মুসলিম সম্প্রদায়ও।

সন্ত্রাসবাদকে দেশের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে তার মোকাবিলায় মিলিত সঙ্কল্প ওঅঙ্গীকারের আশা করেন প্রতিনিধিদলের নেতারা। তাঁরা বলেন, দেশের কল্যাণ ও নিরাপত্তার সঙ্গে যাতে কোন পরিস্থিতিতেই কেউ আপোস করতে না পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়েরও। ভারতের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র যাতে সফল হতে না পারে মুসলিমদেরতাও অবশ্যই দেখা উচিৎ।

কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা বলেন যে এই সমস্যার সমাধানসম্ভব শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপে।

তিন তালাক বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানেরও বিশেষ প্রশংসা করেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ।

নগদহীন লেনদেন, স্টার্ট আপ এবং সাম্প্রতিককালে নিতি আয়োগ আয়োজিত 'একাথন' সফল করে তুলতেমুসলিম সম্প্রদায় পরিচালিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিও এগিয়ে এসেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

সংখ্যালঘুদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিরও ভূয়সী প্রশংসা করেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ।

প্রতিনিধিদলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ঐক্য ও সম্প্রীতিই হল গণতন্ত্রের বৃহত্তম শক্তি। তিনি বলেন, নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ বাবৈষম্য করার কোন অধিকার দেশের সরকারেরও নেই। বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন তার মধ্যেও ঐক্যইযে ভারতের মূল বৈশিষ্ট্য, একথারও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতেরনতুন প্রজন্মকে কোনভাবেই ক্রম বর্ধমান বিশ্ব সন্ত্রাসের শিকার হতে দেওয়া চলবে না।

তিন তালাকপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে যাতে কোনরকম রাজনীতি না হয় তানিশ্চিত করার দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়েরই। এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের এগিয়ে আসার আর্জি জানান তিনি।

মুসলিম প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জামায়িত উলামা-ই-হিন্দ-এর প্রেসিডেন্ট মৌলানা সৈয়দ মহম্মদ উসমান মনসুরপুরী, জামায়িত উলামা-ই-হিন্দ-এর সাধারণ সচিব মৌলানা মাহমুদ এ মাদানি, আনজুমার-ই-ইসলামের প্রেসিডেন্ট ডঃ জাহির আই কাজি, অধ্যাপক আখতারুল ওয়াসি এবং মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল

(Release ID: 1493035) Visitor Counter : 2

Background release reference

প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রশংসা করে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা